গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ।
www.lawjusticediv.gov.bd

নৈতিকতা কমিটির কার্যবিবরণী।

তারিখ	ঃ	২৫/০৯/২০২২ খ্রিঃ
সময়	ঃ	৯.০০ ঘটিকা
স্থান	ঃ	সভাকক্ষ, আইন ও বিচার বিভাগ।
আয়োজনে	ঃ	নৈতিকতা কমিটি, আইন ও বিচার বিভাগ।

আজ ২৫/০৯/২০২২ খ্রিঃ তারিখে আইন ও বিচার বিভাগের সভা কক্ষে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের নৈতিকতা কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এ বিভাগের নৈতিকতা কমিটির সভাপতি ও মাননীয় সচিব জনাব মোঃ গোলাম সারওয়ার।

অনুষ্ঠানের শুরুতে নৈতিকতা কমিটির ফোকাল পয়েন্ট জনাব উম্মে কুলসুম সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিগত ১১ ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ইস্যুকৃত পরিপত্রে উল্লিখিত নৈতিকতা কমিটির কার্যপরিধি সম্পর্কে উল্লেখ করেন। উক্ত পরিপত্র অনুযায়ী এ বিভাগের নৈতিকতা কমিটির কার্যপরিধি হচ্ছে ঃ-

(১) আইন ও বিচার বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর, সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য এবং অন্তরায় চিহ্নিতকরণ;
(২) বিদ্যমান অন্তরায় দূরীকরণে সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
(৩) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব কাদের উপর ন্যস্ত থাকবে, তা নির্ধারণ; এবং
(৪) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ।

তিনি আরও উল্লেখ করেন ঃ

২০২২-২৩ অর্থ বছরে উল্লিখিত কার্যপরিধির আলোকে ইতোমধ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া, আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক বিগত বছরসমূহে সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। যার ধারাবাহিকতায় মাঠ পর্যায়ে এই বিভাগের সাথে সম্পর্কিত নাগরিকবান্ধব সেবাসমূহ আরও বেশী সহজলভ্য করার মাধ্যমে সেবাগ্রহিতাগণের নিকট দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গৃহিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সেবাগ্রহিতাগণের নিকট যে সকল সেবা আরও সহজগম্য করা যায়, তার মধ্যে তিনি নিম্নে বর্ণিত সেবাসমূহে গুণগত পরিবর্তন আনয়নের বিষয় উল্লেখ করেন ঃ

১। আইনগত সহায়তা কার্যক্রমটি সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ইতোমধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সেবাগ্রহিতাগণের নিকট বিশেষ করে কারাগারে আটক বন্দিগণের বিষয়ে প্যানেল আইনজীবীগণের দায়বদ্ধতা কিভাবে আরও দৃশ্যমান করা যায় তিনি তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ইতোমধ্যে কর্মপরিকল্পনায় এ বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে মর্মেও তিনি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

২। বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে ইতোমধ্যে জেলা লিগ্যাল এইড কর্মকর্তাগণ অনেক বিরোধ নিষ্পত্তি করে মামলা দায়েরের হার হ্রাস করছে। স্থানীয়ভাবে বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে এই বিভাগের উদ্যোগে মোট ১৩২ জন স্থানীয় গণমাণ্য নারী ও পুরুষ্ সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তারা স্থানীয়ভাবে আপোষ নিষ্পত্তির মাধ্যমে ছোট খাটো বিরোধ, কলহ বিবাদ ও পারিবারিক সমস্যা সমাধান করছে। যার মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পাশাপাশি নতুন মামলা দায়েরের সংখ্যা হ্রাস পাচেছ। উক্ত কার্যক্রমকে আরও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও শুদ্ধাচারের বেশ কিছু কর্মসূচকে উঠানবৈঠক, গণশুনানী আপোষ মীমাংসা সভার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে।

৩। বিচারকার্যে শুদ্ধাচার নিশ্চিত করার বিষয়টি বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট নিয়মিত পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে নিশ্চিত করে আসছে। আদালত হতে প্রচারিত রায়, ডিক্রি ও আদেশের সার্টিফাইড কপি সময়মত সংগ্রহ করার মাধ্যমে বিচারপ্রার্থী জনগণ পরবর্তী আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। উক্ত কার্যক্রম নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে নকলখানায় নকল সরবরাহ কার্যে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য ০২টি জেলায় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। যার মাধ্যমে বিচারপ্রার্থী সেবাগ্রহিতাগণ তাদের অধিকার আদায়ে সুবিধাভোগী হবেন।

৪। ভূমি নিবন্ধন কাজে জনভোগান্তি হ্রাস করা এই বিভাগের অন্যতম লক্ষ্য। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমি নিবন্ধন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত সকল তথ্যাদি নাগরিকদের নিকট সহজে, বিনামূল্যে পৌছে দেয়ার জন্য এ বিভাগ হতে প্রমিত সিটিজেন চার্টার প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যা বাস্তবায়িত হলে সাধারণ জনগণ তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারবে।

সভায় উপস্থিত উপ-সচিব (রেজিষ্ট্রেশন) জনাব আবু সালেহ মোঃ সালাউদ্দিন খাঁ তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, নিবন্ধনকার্যে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা রক্ষার লক্ষ্যে প্রত্যেক সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্যে ইতোমধ্যে মতামত ও অভিযোগ রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

উপ-সচিব (বাজেট) জনাব শেখ হুমায়ুন কবীর তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, ইতোমধ্যে অধঃস্তন আদালতের সকল বিচারককে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। যার মাধ্যমে আদালতে বিচারিক সেবার মানোন্নয়ন সম্ভব। তিনি এই বিভাগের টিওএন্ডইভূক্ত বিভিন্ন যানবাহন ব্যবহারে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়মিত মনিটরিং এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাছাড়া উন্নয়ন প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি ও বাস্তবায়ন কমিটির সভা ডিপিপি অনুযায়ী নিয়মিত অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাছাড়া, পূর্ত নির্মাণ সংক্রান্ত চলমান প্রকল্পের প্রয়োজনীয় পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের মাধ্যমে অগ্রগতি মূল্যায়ন করার বিষয়ে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

মাননীয় সভাপতি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, শুদ্ধাচার সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম অনুসঙ্গ। আইন ও বিচার বিভাগ বিচারকর্ম বিভাগের প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। বিচার বিভাগ জনগণের আস্থার শেষ ভরসাস্থল। উক্ত প্রতিষ্ঠানে বিচারপ্রার্থী জনগণ ও আইনীসেবা গ্রহিতগণ যাতে কম সময়ে দ্রুত সেবা প্রাপ্ত হয়, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। উক্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের লক্ষ্যে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনাসহ আমাদের দৈনন্দিন কাজে এর যথাযথ প্রতিফলন ঘটতে হবে। তাছাড়া, ভূমি নিবন্ধন কার্যক্রমে জনদুর্ভোগ হ্রাস করার লক্ষ্যে সেবার মান উন্নত ও জবাবদিহিমূলক করতে হবে। প্রতিনিয়ত চর্চ্চার মাধ্যমে আমাদের ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব মর্মে তিনি সবাইকে সেই লক্ষ্যে দায়িত্বপালনের অনুরোধ জানান।

সভার আলোচনার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয় ঃ

১। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার তৃতীয় ক্রমিকে এই বিভাগের নাগরিকবান্ধব সেবাসমূহের যথাযথ প্রতিফলন ঘটিয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়ন করা যেতে পারে।

২। অধীনস্ত দপ্তর সংস্থা কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা যথাযথভাবে অর্জন করছে কিনা, তা নিয়মিত পরিবীক্ষণ করে ফিডব্যাক প্রদান করতে হবে।

৩। এই বিভাগের টিওএন্ডইভুক্ত সকল যানবাহন যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা সে বিষয়টি নিয়মিত পরিবীক্ষণের মাধ্যমে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৪। এই বিভাগের সাথে সম্পর্কিত উন্নয়ন প্রকল্পের প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি ও বাস্তবায়ন কমিটির সভা ডিপিপি অনুযায়ী নিয়মিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে হবে।

৫। ভূমি নিবন্ধনকার্যে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণিত সিটিজেন চার্টার, মতামত ও অভিযোগ রেজিস্ট্রার খোলা নিশ্চিত করতে হবে।

অবশেষে সভায় আর কোন আলোচ্য সূচী না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৫.০৯.২০২২

(মোঃ গোলাম সারওয়ার)
সচিব
ও
সভাপতি, নৈতিকতা কমিটি
আইন ও বিচার বিভাগ।